ঘোষণা

আমি সাথী নন্দী, Registration No. Ph.D/Beng.(1570)/614/R-2022, **'কিন্নর রায়ের কথাসাহিত্যে (১৯৮০-২০১৮) বহুমাত্রিক চেতনা'** শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। অভিসন্দর্ভটি ড. প্লাবন সিংহ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এই গবেষণাপত্রের কোনো অংশই অন্য কোনো উপাধির জন্য দাখিল করা হয়নি। এটি আমার স্বরচিত এবং মৌলিক রচনা।

Sathi Nandi
12/12/2023

(সাথী নন্দী)
গবেষক
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
দার্জিলিং ৭৩৪০১৩। পশ্চিমবঙ্গ। ফোন ০৩৫৩-২৫৮০১৮৯
dept.bengalinbu@gmail.com

"समानो मन्त्र समिति समानी"
Accredited by NAAC With grade B++

রেফারেন্স নম্বর .....

তারিখ .....

Certificate

This is to certify that Sathi Nandi has been working for her Ph.D. Dissertation entitled **'কিন্নর রায়ের কথাসাহিত্যে (১৯৮০-২০১৮) বহুমাত্রিক চেতনা'** under my guidance in the Department of Bengali, University of North Bengal. She has completed her research work and it is ready for submission. I am very sure that this Dissertation has not been submitted in any University or any Educational Institute.

In this respect, I as a supervisor recommend her Dissertation to be submitted in the University of North Bengal for Ph.D. Degree.

12.12.2023

Dr. Plaban Singha
Supervisor
Department of Bengali
University of North Bengal

DR. PLABAN SINGHA
Assistant Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

DrillBit

The Report is Generated by DrillBit Plagiarism Detection Software

Selected Language	Bangla

Submission Information

Author Name	Sathi Nandi
Title	কিন্নর রায়ের কথাসাহিত্যে (১৯৮০-২০১৮) বহুমাত্রিক চেতনা
Paper/Submission ID	1180210
Submission Date	2023-12-08 12:59:56
Document type	Thesis

Result Information

Similarity **0%**

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File

Sathi Nandi
12/12/2023
গবেষকের স্বাক্ষর

12.12.2023
তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

DR. PLABAN SINGHA
Assistant Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

প্রাক্‌কথন

সত্তর দশকের অন্যতম প্রধান কথাকার কিন্নর রায়। তিনি বিশ্বাস করেন ঘটিত সত্যই একমাত্র সত্য নয়, যা হলেও হতে পারে সেটাই সত্য এবং সেই সত্যের পেছনে অনুসরণ করাটাই একজন আখ্যানকারের কাজ। সেজন্য ঘটিত বাস্তবকে অতিক্রম করে আরো বড় কোনো অভিঘাত বা অভিমুখে পৌঁছে যাওয়াই কিন্নর রায়ের আখ্যানযাত্রায় একটা চলন তৈরি করে দেয়। পাশাপাশি তাঁর রচিত সমস্ত চরিত্রদের সঙ্গে সময়হীন সময়ের নানা পরত এক ধারাবাহিক তরঙ্গমালায় মিশে যায়— যে তরঙ্গের নাম জীবনবোধ, আত্মবোধ বা বেঁচে থাকা। আমরা যদি কিন্নর রায়ের আখ্যান বিশ্লেষণ করি সেখানে দেখবো সময়ই তাঁর মূল সারথি। সময়ের পিঠে একটা অপার্থিব পাখনা লাগিয়ে দিয়ে সময় আর মহাসময় হাত ধরাধরি করে এবং খণ্ড সময়কে সঙ্গে নিয়ে উড়ে যেতে থাকে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। কিন্নর রায়ের ভাষাশৈলী, নির্মাণ কুশলতা এবং বিষয়ের বহুমাত্রিকতা আমাকে মুগ্ধ করে, সে কারণেই তাঁর লেখাকে অনুসরণ করে আমি চেষ্টা করেছি তাঁর নির্মাণের যাবতীয় তথ্যভাণ্ডার পাঠকের সামনে মেলে ধরতে। যার ফলস্বরূপ ২০২০ সালে 'কিন্নর রায়ের সাহিত্য জীবন ও সাহিত্য ভুবন' নামে আমার প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ থেকে। ১২৮ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি প্রকাশের পর আমার মনে হয় কথাসাহিত্যিক কিন্নর রায় সৃষ্ট উপন্যাস ও ছোটোগল্পের অনেক দিক আলোচনার বাইরে রয়ে গেল। ফলে আমার অনুসন্ধানী মন তাঁর লেখা পুনরায় নতুন করে পড়তে আরম্ভ করে, নতুন করে পড়ে তাঁকে নতুন করে ভাবা এবং একটি স্থির নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যে কিন্নর রায়ের কথাসাহিত্য নিয়ে আমি গবেষণামূলক কাজ করবো। এ ব্যাপারে আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. প্লাবন সিংহ মহাশয়ের কাছে উপস্থিত হই একটি সংক্ষিপ্তসার হাতে নিয়ে। তাঁর তত্ত্বাবধানে আমি কিন্নর রায়ের সাহিত্যকর্ম নিয়ে গবেষণার ইচ্ছা প্রকাশ করি এবং সংক্ষিপ্তসারটি তাঁকে পড়ে শোনাই। তিনি কোনোরকম অসম্মতি প্রকাশ না করে আমাকে গবেষণার কাজ শুরু করার অনুমতি প্রদান করেন। এরপর শুরু হয় কিন্নর রায়ের কথাসাহিত্য

নিয়ে আমার নতুন পথ চলা। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি এই লেখকের সাহিত্যকর্ম নিয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো পূর্ণাঙ্গ গবেষণাপত্র রচিত হয়নি। ফলত 'কিন্নর রায়ের কথাসাহিত্যে (১৯৮০-২০১৮) বহুমাত্রিক চেতনা' এই শিরোনামে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ শুরু হয়। বিষয়টি বাস্তবায়িত করতে ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়। অধ্যায়গুলি হল—

প্রথম অধ্যায় : **লেখক পরিচয় ও লেখক ভাবনা**

দ্বিতীয় অধ্যায় : **কিন্নর রায়ের কথাসাহিত্যে সমকালীন আর্থ-সামাজিক ছবি**

তৃতীয় অধ্যায় : **কিন্নর রায়ের কথাসাহিত্যে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ**

চতুর্থ অধ্যায় : **কিন্নর রায়ের কথাসাহিত্যে পরিবেশ ভাবনা**

পঞ্চম অধ্যায় : **কিন্নর রায়ের কথাসাহিত্যে ধর্ম প্রসঙ্গ ও ধর্ম জিজ্ঞাসা**

ষষ্ঠ অধ্যায় : **কিন্নর রায়ের কথাসাহিত্যে জাদু-বাস্তবতার রূপায়ণ**

আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি তৈরি করতে যিনি মূল্যবান সুপরামর্শ দিয়ে এবং সবসময় পাশে থেকে সহযোগিতা করেন তিনি হলেন আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ড. প্লাবন সিংহ মহাশয়। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ ও স্নেহাশীষ ছাড়া গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাঁকে জানাই আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সবসময় যাদের সহযোগিতা পাই তাঁরা হলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. উর্বী মুখার্জি এবং আশিস রায়। এই দুজন মানুষের কাছে আমি ভীষণভাবে ঋণী। গবেষণার কাজ সুষ্ঠভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং দ্রুত কাজটি সম্পন্ন করার জন্য যাঁদের অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তাঁরা হলেন— উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় নিবন্ধক ড. স্বপন কুমার রক্ষিত মহাশয়, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মহেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. সাবলু বর্মণ মহাশয়— এঁদের প্রত্যেকের প্রতি রইলো আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। কথাকার কিন্নর রায় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে আমার গবেষণাকর্মকে অনেকটাই সহজসাধ্য করে তোলেন সত্তর দশকের অন্যতম কথাসাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায়, কবি ও চিত্রশিল্পী শ্যামল জানা, কবি

ও সাংবাদিক আশীষ মিশ্র, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদের কর্ণধার দেবাশীষ ভট্টাচার্য এবং আপনপাঠ পাবলিশার্সের কর্ণধার সন্দীপ নট্ট মহাশয়। এঁদের প্রতি রইলো আমার নিরন্তর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। বিশেষভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই কথাসাহিত্যিক কিন্নর রায়ের কাছে। কারণ তিনি শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে সময় দিয়েছেন এবং আমার যা যা জিজ্ঞাসা ছিল, সেই জিজ্ঞাসাকে নিবারণ করেন। তাঁর প্রতি আমার প্রণাম।

এছাড়াও আমার স্বামী ড. কালিপদ বর্মণ, দাদা ড. লিংকন দাস ও মিঠুন ঠাণ্ডার, বান্ধবী রমা হালদার, পূজা চক্রবর্তী— এরা সকলেই আমার কাজে নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমার বড়দি রাখী নন্দী ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহরে বাস করেও প্রতিনিয়ত খোঁজখবর নিয়েছে আমার কাজের অগ্রগতির এবং আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে দূরত্ব কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আমার বাবা, মা, বোন সকলের কাছেই আমি বিশেষভাবেই ঋণী।

স্মরণ করি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, আলিপুরদুয়ার জেলা গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার এবং কলকাতা দে'জ পাবলিশিং-এর কথা। গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাছ থেকেও নানাভাবে সহযোগিতা পেয়েছি। সম্পূর্ণ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির মুদ্রণ কার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমায় উপকৃত করেছে বিশ্বজিৎ মজুমদার। প্রত্যেকের একান্ত সহযোগিতার ফসল এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি। সকলের প্রতিই রইলো আমার চিরকৃতজ্ঞতা।

Sathi Nandi
12/12/2023

(সাথী নন্দী)
গবেষক
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়